The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

Joynob Islam
Former Student, Dept. of History, Gour Banga University, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400043*

Abstract

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষ এক রাজনৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক অবক্ষয় ও সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছিল। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তি সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। উনিশ শতকে ভারতবর্ষ সামাজিক অভ্যাস, রাজনীতি, শিল্পকলা, ধর্ম সবকিছুই এক নিম্নতম সামাজিক মূল্যবোধের এবং বহু শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কৃতিতে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন তখন কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী ছিল এবং রাজনীতি ও সরকারি ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ছিল। তিনি সেখান থেকেই তার শিক্ষা ও দর্শন দিয়ে ভারতীয় সমাজের মধ্যেকার সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনাকে সমালোচনা করতে থাকেন। এই সমালোচনার সূত্র ধরে আধুনিকতার একটি বাতাবরণ ভারতীয় রাজনীতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করলেন। রাজা রামমোহন রায়কে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় আধুনিক সমাজের প্রবর্তক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রামমোহন এক নতুন যুগের প্রবর্তক যেখানে তিনি ধর্মীয় সংস্কার ও দীর্ঘকাল যাবৎ যে নিষ্ঠুর সামাজিক অভ্যাস ও কুসংস্কার চালু ছিল সেগুলিকে তিনি উৎখাত করার প্রয়াস চালান। উপনিষদ ও বেদের সংঘর্ষে তিনি হিন্দুত্বের পুনরুত্থান চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডে প্রচলিত আইনের শাসনের প্রবর্তন ব্রিটিশ ভারতে ঘটুক। পাশ্চাত্যের মানুষ যখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছুই জানত না, সেই সময়ে তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই কারণে জেরেমি বেনথাম তাকে মানবজাতির সেবক রূপে ঘোষণা করেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনারি ও গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ মনে করায় ভারতের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য উন্নত চরিত্রের ইউরোপীয়দের ভারতে এসে বসবাসের প্রস্তাব রাখেন। রামমোহনই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিগড় মুক্তির স্বপক্ষে মন্তব্য করেছেন। তাকে মানব আত্মার প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন— ম্যাক্সমুলার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই।

Keywords: *Renaissance, Social Reform, Sati System, Women Education, Rights, Brahmo Samaj, Western Education, Thoughts*

Introduction

ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতপথিক রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের নির্মাতারূপে যেসব সংস্কারমুখী কাজগুলি করে গেছেন তার উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষ আধুনিক রূপ পেয়েছে তাকে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। রামমোহন একাধারে ছিলেন একজন সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম সংস্কারক, নারী কল্যাণে ব্রতী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। রামমোহন তার চিন্তাভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিশিয়েছিলেন এবং কারণেই যে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, কুসংস্কার মুক্ত দর্শনকে ভারতীয় বৈদান্তিক কাঠামোয় বিচার বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য যুক্তি দর্শনের মধ্যে বেন্থাম ও মঁতেস্কুর চিন্তাভাবনাই তাকে প্রভাবিত করেছিল বেশি। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও আইনের শাসন এই দুইয়ের ভিত্তিতে এবং এক ধরনের আরোহী বা

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Inductive পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বলেছিলেন স্থান, কাল, অবস্থা প্রয়োজন ও কার্যকারীতার দিক থেকে আইনকে প্রযুক্ত হতে হবে এবং এই পথেই ভারতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্থবির সমাজের সামাজিক অবস্থানকে স্থানচ্যুত করে এক যুক্তিবাদী সমাজ গঠনে আগ্রহী হয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রবর্তন দরকার বলে তিনি মনে করতেন। এবং এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই ভারতীয় সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অন্ধকার দূরীভূত হবে। নবজাগরণের মূলমন্ত্র যুক্তিবাদ এবং সেই যুক্তিবাদের মূল উৎস পশ্চিমা শিক্ষা তার উপর গুরুত্ব দিয়েই তিনি ভারতে যুক্তিবাদী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিক দর্শন ও ইতিহাস পাশ্চাত্য বস্তুমুখী বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতির প্রণয়ন করে ভারতীয় যুব মানসে নতুন উদ্দীপনা আনার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের কথা ভাবেন। সনাতন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় এক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মধ্যবিত্তের উত্থানকে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং উদারচেতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মধ্যবিত্তের হাত ধরেই ভারতে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের আবির্ভাব ঘটবে এটা তার বিশ্বাসে ছিল।

মূল আলোচনা

সমাজ সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তৎকালীন ঘুনধরা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে প্রচলিত এক ধর্মীয় কুসংস্কার মূলক জঘন্যতম ঘৃণ্য আচরণ। মৃত কুলীন ব্যক্তিকে বহু বিধবার দায় থেকে মুক্তি, মৃতর সম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা ও অন্যান্য সামাজিক জটিলতা হটানোর জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে এই জঘন্য সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথায় মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবা স্ত্রীকে বধূর সাজে সাজিয়ে জীবন্ত বিসর্জন দেওয়া হতে এবং সেই বধূর আর্ত চিৎকার ছাপিয়ে বেজে উঠত ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খ। রামমোহন এই প্রথাটি বন্ধ করার জন্য সেই সময়কার বাংলার 300 জন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদনপত্র তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে পাঠান। তিনি রামমোহনের ডাকে সাড়া দিয়ে 17 নং রেগুলেশন জারি করে 1829 A.D তে এই প্রথাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রথাটি 1829 A.D 4 Dec ফৌজদারি আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়।

রামমোহন হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রমাণ তুলে ধরার জন্য 'বজ্রসূচি' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। রামমোহন নিজে উপবীত বা পৈতা ধারণ করলেও হিন্দু সমাজের জাতপাত ব্যবস্থার অযৌক্তিক গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অনেক সময় জাতপাতের গোঁড়ামি বিষয়ে তৎকালীন বাংলার কুলীন সম্প্রদায় বা উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির চিন্তাধারা রামমোহনের মতো অত উদার ও প্রগতিশীল না হওয়ায় তিনি এই বিষয়ে বিশেষ জনসমর্থন লাভ করেননি। তিনি অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনেও কলম ধরেছিলেন।

নারী শিক্ষা তথা নারীমুক্তির আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্থান ছিল একেবারেই নিচুস্তরে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না। ফলে নারীরা সামাজিকভাবে বঞ্চিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত এবং শোষিত হতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই সোচ্চার হন। তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন নিয়মরীতির বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনা করেন এবং ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে সোচ্চার হয়েছিলেন তা কয়েকটি গ্রন্থ থেকে বিশেষভাবে জানা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (1817), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (1818), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ' (1818) প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থে রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নারী শিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতির জন্য তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 1828 সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনগুলি নারী কল্যাণে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্ম সমাজ নারী শিক্ষার ও নারীদের স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। রামমোহনের হাত ধরে পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ ও তার কার্যাবলীকে সম্প্রসারিত করেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রামমোহন প্রথম অনুভব করেছিলেন সমাজে নারীদের অবস্থানের উন্নয়ন ও তাদের মর্যাদা বাড়ানোর দরকার। তিনি নারীদের যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেগুলি হল স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, ব্যাস প্রমুখ শাস্ত্রকারদের শাস্ত্রবাক্য তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে পিতার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার সার্বিক প্রসার কল্পনা তিনি মনে করতেন নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি ও সভ্যতার উন্নতি ঘটবে না।

রাজা রামমোহন দেখেছিলেন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করাই ছিল তাঁর প্রথম প্রয়াস। তিনি একেশ্বরবাদের প্রচার করেন। তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এই কারণে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ রূপটি সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি একেশ্বরবাদের সমর্থনে ফারসি ভাষায় রচনা করেন 'তুহফাতুল মুওয়াহিদিন' নামক একটি গ্রন্থ। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের সমর্থনে বেদান্তসূত্র প্রকাশ করেন। এছাড়া ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বলেন ঈশ্বর এক ও নিরাকার।

তিনি কলকাতায় শিক্ষিত উদারপন্থী ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ধর্মমত আলোচনার সুযোগ দিতে 1815 A.D 'আত্মীয় সভা' গঠন করেন। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রথা ও সতীপ্রথা প্রভৃতি কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আত্মীয় সভা সোচ্চার হয়। 1828 A.D তে রামমোহন 'ব্রাহ্ম সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। 1830 A.D তে নাম 'ব্রাহ্ম সমাজ' হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সভায় এসে উপাসনা ও আলোচনায় অংশ নিত। ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে তিনি একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহনের ধর্মচিন্তা ছিল শাশ্বত মানব ধর্ম।

রামমোহন প্রাচ্য দর্শনকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতের পুনর্জাগরণের উপায় বলে রামমোহন মনে করতেন। তাই তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, হিন্দুধর্মশাস্ত্র, আরবি, ফারসি ও কোরানের মূল শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন, হিব্রু ও গ্রিক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবাসীকে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী করে তুলবে।

রামমোহন শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই লক্ষ্যে তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় 1817 A.D সাহায্য করেন। এবং তিনি একটি বেদান্ত কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলেকজান্ডার ডাফ এর সহযোগিতায় জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

সংবাদপত্র প্রকাশনায় রামমোহনের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তিনি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় 'সংবাদ কৌমুদী' 1821 A.D তে, ফারসি ভাষায় 'মিরাত-উল-আখবর' 1822 A.D তে তিনি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সিলেক্ট কমিটির নির্ধারিত আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর অভিমত থেকে। ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব নীতি প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন— রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের তুলনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অধিক শ্রেয়। ব্রিটিশ প্রশাসনের ব্যয়সংকোচনের প্রশ্নে রামমোহনের অভিমত ছিল অধিক বেতনের ইউরোপীয় কর্মচারীর পরিবর্তে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ অধিক উপযোগী। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের বিরোধিতা করেন এবং অবাধ বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন করেন। তিনি যুক্তি দেন অবাধ বাণিজ্য নীতির সূত্র ধরে ভারতে ব্যাপকভাবে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং এর সুফল হিসেবে ভারতবাসীর আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। তিনি সম্পদের নির্গমনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও অবশিল্পায়নের প্রশ্নে নীরব ছিলেন।

তিনি রুশো মঁন্তেস্কু, ভলতেয়ার, বেন্থাম ও টমাস পেইন প্রমুখ চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দেওয়া ছিল বেশ ভালো। তিনি সাংবিধানিক নিয়ম মেনে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালীন ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় রামমোহনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ—

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ইতালির রাজতন্ত্র বিরোধী অভ্যুত্থানের 1821 A.D ব্যর্থতায় তিনি হতাশ হন। অপরদিকে লাতিন আমেরিকার স্পেন বিরোধী বিদ্রোহের 1823 A.D সফলতা এবং ফ্রান্সে 1830 A.D জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে তিনি উৎফুল্ল হন।

Conclusion

ঊনিশ শতকে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ, সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার উদারীকরণের ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অগ্রদূত স্বরূপ। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা অনেকের থেকে বেশি ছিল। আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক সংস্কারের তুলনায় সামাজিক সংস্কারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামমোহনের সমাজ সংস্কার যেমন সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং নারী শিক্ষার পক্ষে ওকালতি সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের বীজ বপন করেছিল। তিনি মনে করতেন সামাজিক সংস্কারের উপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতা ও উদারনীতির প্রবর্তন ঘটবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদকে তাঁর গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি একটি আধুনিক ও আলোকিত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সরাসরি জাতীয়তাবাদী না হলেও, শিক্ষা প্রদান এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলার উপর তাঁর দাবি অধিক জোর দেওয়া জাতীয়তাবাদী গর্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল যা উপনিবেশ বিরোধ চেতনার জন্ম দেয়। তাঁর কাজ মানুষের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল যা আধুনিক ভারতের দিকে পরিচালিত করে। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে সমর্থন করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ বপন করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের একটি প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

References

Sharma, D.S. (1944). The Renaissance of Hinduism.

Sarkar, H.C. The Religion of Brahmo samaj.

Sastri, Sivanath. The Mission of the Brahmo samaj.

Vyas, K.C. The social Renaissance in India.

Dutt, K.K. Renaissance and Nationalism and social changes in Modern India.

Chatterjee, Rama Nand. (1918). Ram Mohan Roy and Modern India, Calcutta.

Andrews, C.F. the Renaissance in India.

Ball, Upendra Nath, Roy, Ram Mohon. (1933). — A study of his life works and Thoughts, Culcutta.

Mandal, M.M and Behera S.K. (2015). Raja Ram Mohan Roy as an Educational Reformer, an Evaluation, International Journal of Humanities and social science studies (IJHSSS), I (IV), 91-95. Retrieved from http://www.ijhsss.com.

Ravi, S. Samuel. (May 2016). A comprehensive study of Education, Fourth printing, Delhi — 110092, ISBN — 978-81-203-4182-1.

All rights reserved. © 2026